ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 05. No. 01. February 2011

আরব ইতিহাসচর্চায় প্রাক-ইসলামি ও ইসলামি ঐতিহ্য

ড. মো. শামসুজ্জোহা এছামী*

Abstract : The Arabic speaking people made excellent advance in the field of historiography in comparison to the other contemporary people. The Arabs historiographies have been considered as an especial part of their culture and civilization. The closed doors of historiography have been opened to the Arabs at the early stage of Islam and it took institutional shape in their hands. The Arab historiographies at the early stage have been originated from two sources - One is the pre-Islamic heritage and the other is Islamic. The present paper seeks to explain that very nature of Arab historiography.

ইতিহাসচর্চার দিক থেকে আরবি ভাষাভাষী লোকেরা সমসাময়িককালের অন্যান্যদের তুলনায় বেশ অগ্রগামী ছিল। ইতিহাসচর্চা আরবদের নিকট সংস্কৃতি ও সভ্যতার এক বিশেষ অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল।[১] আরবদের নিকট ইতিহাসচর্চার অবরুদ্ধ দ্বার ইসলামের প্রাথমিক যুগে উন্মোচিত হয়েছিল এবং তাদের হাতেই ইতিহাসচর্চা প্রাতিষ্ঠানিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ রূপ লাভ করেছিল। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে বর্ণনা পরম্পরায় তথা ইসনাদভিত্তিক মুহাদ্দিস অনুসৃত যাচাই-বাছাইয়ের নীতিমালায় রেওয়ায়েত[২] ও দিরায়েত[৩] প্রয়োগ করে সন তারিখের ক্রমানুসারে আরব ইতিহাসচর্চার সূচনা হয়। প্রাথমিক যুগের আরব ইতিহাসচর্চা দুটি প্রধান উৎস হতে উৎসারিত – একটি প্রাক-ইসলামি ঐতিহ্য এবং অপরটি ইসলামি ঐতিহ্য।

ক. প্রাক-ইসলামি ঐতিহ্য

প্রাক-ইসলামি ঐতিহ্য বলতে দক্ষিণ আরবের লিখিত ও মৌখিক উপাদান এবং উত্তর আরবে কাব্য কবিতাভিত্তিক অলিখিত উপাদানকে বুঝায়। সাধারণত এসব উপাদানে আরবদের জীবনধারা বিধৃত হয়েছে। বিশেষ করে তাদের শৌর্য-বীর্য ও বীরত্বের কাহিনী গল্প ও কবিতার ছন্দে পরিকীর্তিত হয়েছে। এসব ঐতিহ্য ও উপাদান উত্তর আরব ও দক্ষিণ আরবের ভৌগোলিক অবস্থান এবং জনগোষ্ঠীর জীবন, জীবিকা ও কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে।

জাযিরাতুল আরব দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত যথা- উত্তর আরব ও দক্ষিণ আরব।[৪] উত্তর আরবের সমস্তই ছিল মরুভূমি এবং এর অধিবাসীদের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীই ছিল যাযাবর। তারা তাবুতে বসবাস করত। আর অবশিষ্ট জনগোষ্ঠী ছিল শহরবাসী স্থায়ী বাসিন্দা। মক্কা, মদিনা এবং তায়েফ ছিল উত্তর আরবের শহরের মধ্যে

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উলেণ্ঢখযোগ্য।[৫] অপরদিকে দক্ষিণ আরবের ভূমি তুলনামূলকভাবে উর্বর এবং সেখানকার কর্ষণযোগ্য ভূমিতে নানা ধরনের শস্য উৎপাদিত হত। দক্ষিণ আরবের মানুষজন অলস প্রকৃতির ছিল। তারা ইয়ামান হাযরামাউত এবং পার্শ্ববর্তী উপকূল অঞ্চলে বসবাস করত।[৬] উত্তর আরবের লোকজন কথা বলত কুরআনের ভাষায়, অতি উচ্চাঙ্গের আরবিতে।[৭] পক্ষান্ড়রে দক্ষিণ আরবের লোকজন কথা বলত ইয়ামানের প্রাচীন অধিবাসী 'সেবা' জনগোষ্ঠীর ভাষায়।[৮] অনেকে আবার ইয়ামানেরই প্রাচীন রাজা হিময়ারের নামানুসারে রাখা 'হিময়ারী' ভাষায় কথা বলত।[৯] উত্তর আরব ও দক্ষিণ আরবের জনগণের মধ্যে ভৌগোলিক বিভাজন ঘটিয়েছে পদচিহ্নহীন মরুভূমি।[১০]

খ্রীস্টপূর্ব দ্বাদশ শতক ও ৫২৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণ আরবে চারটি প্রধান রাজবংশের উদ্ভবের ফলে বেশ উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। মিনিয়ান, সাবিয়ান এবং হিমাইরিটিক উৎকীর্ণ লিপিতে ধারাবাহিকভাবে এসব রাজবংশের কার্যপ্রণালী লক্ষ্য করা যায়[১১], যেমন- সততা ও সত্যনিষ্ঠার পারিশ্রমিক, নিরাপত্তা কর ধার্য, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, দূর্গসমূহ নির্মাণ, যুদ্ধ পরিচালনাসহ জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থার উলেণ্ঢখ পাওয়া যায়।[১২] কোন কোন লিপির বিষয়বস্তু ধর্মীয় আদেশ নিষেধের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এছাড়াও কিছু কিছু শিলালিপিতে মানুষের কার্যকলাপ এবং রাজ-রাজড়াদের প্রশস্ড়ি উৎকীর্ণ ছিল।[১৩] প্রাথমিক পর্যায়ে ইতিহাসের ঘটনা উপাখ্যানের পথ ধরে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে স্থান পেয়েছে। তবে খ্রীস্টপূর্ব ১১৫ অব্দের লিপিতে বহু তথ্যপূর্ণ ঘটনার উলেণ্ঢখ দেখা যায়।[১৪] কাজেই বলা যায় যে, মনুষ্য সম্পাদিত কার্যাবলি সংরক্ষণের এসব প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদেরকে ইতিহাস রচনায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

দক্ষিণ আরবের ইয়ামান সম্পর্কে আখ্যান-উপাখ্যান ও কিংবদন্ড়ী পুরাকালের ঘটনাবলিকে উপস্থাপিত করেছে। তবে এগুলোর মধ্যেও ইতিহাসের কিছু উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। উবাইদ বিন শারিয়াহ এবং ওয়াহ্হাব বিন মুনাব্বিহ (মৃত্যু ১১৪ হিজরি/৭৩২ খ্রিস্টাব্দ) ইয়ামান তথা দক্ষিণ আরবের প্রাচীন শাসকদের ইতিহাস বর্ণনায় উপাখ্যান ও কিংবদন্ড়ীর ওপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল ছিলেন।[১৫] প্রাথমিক পর্যায়ে এ দু'জন আখবারী বা বর্ণনাকারীর কিংবদন্ড়ী ও উপস্থাপিত কাহিনী ঐতিহাসিক মূল্য বিবর্জিত হলেও এটি দক্ষিণ আরব সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা প্রদান করেছে। এছাড়া ইয়ামানবাসীদের প্রবর্তিত তারিখ মুসলমানদের হিজরি তারিখের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্ড়ার করেছে।[১৬]

দক্ষিণ আরবের হিরার মঠসমূহে সংরক্ষিত মুনযির শাসকদের সংগৃহীত গ্রন্থাবলিতে হিরার অধিবাসী, তাদের বংশীয় বিবরণ এবং শাসকের চরিত্র সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে।[১৭] এভাবে পারস্যবাসীদের অনেক তথ্য সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয়েছে। পরবর্তীতে আরব ঐতিহাসিক এসব মৌখিক ও লিখিত তথ্যাবলি হতে উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ করে তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহকে তথ্য সমৃদ্ধ করেছেন। এরপরও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, আরবের হিরায় ঐতিহাসিক চিন্ড়াধারার সূত্রপাত

হয়েছে।[১৮]

অন্যদিকে উত্তর আরবে গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজব্যবস্থা চালু ছিল। প্রত্যেক গোত্রের একজন গোত্র প্রধান থাকত, গোত্র প্রধানকে শায়খ বলা হত। প্রত্যেক সদস্য গোত্র প্রধানের আদেশ নির্দেশ মেনে চলত। আসাবিয়া হল গোষ্ঠী সমাজের মূল প্রেরণা।[১৯] এই প্রেরণার মূলমন্ত্র হল গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যের প্রতি সীমাহীন ও নিঃশর্ত আনুগত্য। স্বাধীনচেতা আরব গোত্রসমূহের মধ্যে সামান্য বিষয় নিয়ে সংঘর্ষ লেগে যেত এবং তা যুগ যুগ ধরে চলত। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, আবস ও যুবয়ান গোত্রদ্বয়ের মধ্যে একটি ঘোড়দৌড়কে কেন্দ্র করে দাহিস ও ঘাবরার যুদ্ধ প্রায় চলিণ্ডশ বছর স্থায়ী হয়েছিল।[২০] উত্তর আরবে স্পষ্টতই কোন লিখিত উপাদান পাওয়া যায়নি। সেখানে দেবদেবীর গুণ বর্ণনা, সমষ্টিগত অবস্থা ও সাফল্য মণ্ডিত কীর্তিসমূহ মৌখিক ও গল্প রচনার ছলে পুরুষানুক্রমে পরবর্তী বংশধরদের নিকট বিধৃত হয়েছে।[২১] বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকৃত ইতিহাসের উপাদান অনুপস্থিত থাকলেও গোষ্ঠীয় জীবন পদ্ধতির একটি রূপরেখা গল্প আকারে পরিবেশিত হয়েছে।[২২] গোত্রীয় বীরদের বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্য গোত্রের সম্পদ বলে বিবেচিত হত এবং সান্ধ্য মজলিশে এসব শৌর্য-বীর্যের কাহিনী গল্প ও কবিতার ছন্দে পরিকীর্তিত হত। কবিতা ছিল ইসলাম পূর্ব আরবদের দীওয়ান বা অলিখিত দলিল।[২৩] এটি একদিকে যেমন তাদের কুলজী সংরক্ষণ করত, অন্যদিকে তেমনি তাদের গৌরব তুলে ধরে শব্দকোষ ও ভাষাজ্ঞান সমৃদ্ধ করত।[২৪] এ কবিতার মাধ্যমে আরবদের সার্বিক জীবনধারার প্রতিফলন ঘটত। এছাড়াও বহু আখ্যান-উপাখ্যান কিংবদন্তী এবং বিভিন্ন গোত্র ও ব্যক্তির যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে কাব্য রচিত হয়েছিল।[২৫] এসব কাব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে প্রতিজ্ঞা পালনে দৃঢ়তা, আতিথিয়তা, আত্মনির্ভরশীলতা, সরলতা, বীরত্ব ও বংশ স্বার্থ বা কখনও কখনও গোত্রীয় দ্বন্দ্বের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে।[২৬] কাজেই বলা যায় যে, প্রাক-ইসলামী যুগের আখ্যান-উপাখ্যান, কিংবদন্তী এবং গল্প ও কাহিনী বর্ণনার সূত্র ধরে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে আরবদের খবরভিত্তিক ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত হয়।

কবিতা ছিল প্রাচীন আরবদের ইতিহাসচর্চার অন্যতম প্রধান উৎস এবং ঘটনা সংরক্ষণের তথা ধারাবাহিক বিবরণের আকর। কাব্য কবিতার ওপর নির্ভর করে আরবীয় সংস্কৃতি মূলত মৌখিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হয়েছিল।[২৭] এর ফলে লোকগাঁথা, লোকশ্রুতি ও প্রবাদ প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে আরবদের ইতিহাস পুনর্গঠিত হয়। ইতিহাসের উপাদান হিসেবে প্রাচীন আরবে প্রচলিত আখ্যান-উপাখ্যান ও কিংবদন্তী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[২৮] ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্য যদিও এগুলোতে বিদ্যমান ছিলনা, তথাপিও এগুলো জীবনবোধ ও জনগণের অনুভূতির প্রতি যে আগ্রহের সৃষ্টি করে তাতে বলা যেতে পারে প্রকৃত ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্র তৈরীতে এগুলোর ভূমিকা বিশেষভাবে উলেণ্ডখযোগ্য।

যে কোন যুগে ইতিহাসের উৎস হিসেবে সাহিত্য সংস্কৃতি বিশেষ অবদান রাখে। ইসলামের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই আরববাসীদের মধ্যে সাহিত্য প্রতিভার স্ফূরণ

ঘটেছিল।[২৯] এসময় আরবে কোন লিখিত সাহিত্য না থাকলেও বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে তারা অপরিচিত ছিলনা।[৩০] সাহিত্যের বাহন হিসেবে আরবি ভাষার প্রথম আত্মপ্রকাশের বিষয়টি যেরূপ চমকপ্রদ, তেমনি আর কোথাও দেখা যায় না। পরবর্তীকালের আরবীয় ভাষাতত্ত্ববিদরাও এ ব্যাপারে বিস্ময়বোধ করেছেন।

কাব্য ও বংশ গৌরবগাঁথা আরবদের নিকট ছিল অত্যন্ড় প্রিয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যথা- জ্যোতিষশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের সম্যক জ্ঞান ছিল। প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা শাহরিস্ড়ানীর (জন্ম ১০৮৯ বা ১১০১, মৃত্যু ১১৯০ খ্রিস্টাব্দ) মতে, প্রাক-ইসলামী যুগে আরবদের মধ্যে প্রধানত চারটি বিষয়ে চর্চা হত- বংশ গৌরবগাঁথা, ইতিহাস, স্বপ্ন ব্যাখ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যা। বলা বাহুল্য, এই সীমিত পরিধির মধ্যেও ইসলামপূর্ব আরববাসীরা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে।[৩১] এসময় আবৃত্তি, মুখস্ড় ও স্মৃতিশক্তি যার সবচেয়ে বেশি ছিল সে ব্যক্তি সমাজে জ্ঞানী ও পণ্ডিত বলে সমাদৃত হতেন। এটা ছিল আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি।[৩২] এ ব্যবস্থায় আইয়াম আল আরব বা আরবদের যুগে গোত্রসমূহের ঘটনাবলি এবং অতীতকীর্তি মুখ পরম্পরায় পরবর্তী বংশধরদের নিকট সংরক্ষিত হত।[৩৩] কেননা এটি প্রত্যেক গোত্রের নিকট মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে যাদের মাধ্যমে উন্নত সাহিত্য ও কাব্যচর্চা হয়েছে তাদের মেধা ও স্মৃতিশক্তি এবং সমাজ জীবনের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে।[৩৪] এসময় ইতিহাসকে খবর বলা হত যা ছোট ছোট গল্পের আকারে পরিবেশিত হত। সেগুলোতে অনেক সময় কবিতা সন্নিবেশিত করা হত।[৩৫] সে সকল কবিতার মাধ্যমে তারা পূর্বপুরুষদের ইতিহাস, বংশ গৌরব, খন্ড খন্ড ঘটনা ও যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস স্মরণ রাখত এবং জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিত।[৩৬] পরবর্তীকালে আরব মুসলমানদের হাতে এ খন্ড খন্ড খবরগুলোই ইতিহাসচর্চার ধারায় পরিণত হয়।[৩৭]

আরবদের অন্যতম গৌরবের বস্তু ছিল তাদের বংশ পরিচয়। ইতিহাসে আর অন্য কোন জাতির বংশ পরিচয় সম্পর্কে এত বেশি ধারণা ছিল বলে জানা যায়নি।[৩৮] এ কারণে তারা বংশের বিবরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকত। উলেণ্ডখ্য যে, তারা আরবের প্রসিদ্ধ অশ্ব ও উটের বংশ তালিকাও মুখস্ড় করে রাখত।[৩৯] শ্রেষ্ঠ বংশের অশ্ব বা উটের প্রমাণ দিতে পারলে সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারিত হত। তাদের পরস্পরের মধ্যে যখন বংশ গৌরবের প্রতিযোগিতা হত তখন তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অতীত বংশ গৌরব ও স্তুতিগাঁথা একটানা মুখস্ড় বলে যেত। তাদের প্রায় প্রত্যেকেই তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অধিকারী হওয়ায় নিজ নিজ বংশের ভাষ্যকার ছিল।[৪০] লেখাপড়া জানা লোকের অভাব, লিখন উপকরণাদির অপ্রতুলতা, তাদের অসাধারণ মেধা ও স্মরণশক্তির কারণে বিশেষ করে মুখস্ড়বিদ্যার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব অর্জনের উদ্দেশ্যে তারা এসব ঘটনা লিখিতভাবে সংরক্ষণ করতে সচেষ্ট হয়নি।

প্রাক-ইসলামি ঐতিহ্য বিশেণ্ডষণ করে বলা যায় যে, আরবদের বিভিন্ন লিপি, পুরাকীর্তি, আরবীয় বীরপুরুষদের বীরত্ব গাঁথা কাহিনী, বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহের ঘটনা,

আরবদের কাব্যচর্চা, আখ্যান-উপাখ্যান, কিংবদন্ড়ী, কুলজী সাহিত্য, গোত্রীয় দ্বন্দ্ব এবং টুকরা টুকরা খবরের মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক উপাদান লুকায়িত থাকলেও বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাসচর্চার কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি। ফলে এগুলো ছিল কার্যত বিতর্কিত বিষয় যা সুস্পষ্ট ইতিহাস পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশ দুর্বোধ্য ও জটিল। এছাড়াও তাতে কোন ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়নি। এরপরও উপরিউক্ত খন্ড খন্ড উপাদান ও তথ্য চিত্র পরবর্তীকালে আরব মুসলমানদেরকে ইতিহাস চর্চায় যে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে তা অনস্বীকার্য।

খ. ইসলামি ঐতিহ্য

আল-কুরআনে বিধৃত বিগত জাতি ও জনগোষ্ঠীর উত্থান ও পতনের ইতিহাস, মহানবীর (স.) জীবনাদর্শ এবং দেশ বিজয়ের ফলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে ইজমা ইসলামিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। পথভ্রষ্ট ও দিশেহারা মানব জাতির হিদায়াত ও প্রশিক্ষণদানের উদ্দেশ্যে আলণ্ঢাহ অতীতের বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতন, সত্যের বিজয়, মিথ্যার পরাজয় ও পরিণতি এবং পৃথিবীর ধ্বংস তথা কিয়ামতের সংবাদসহ বহু ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ সম্বলিত আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।[৪১] এতে অতীত জাতি ও জনগোষ্ঠীর কর্মকান্ড হতে শিক্ষা গ্রহণে মানব জাতিকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। মূলত ভবিষ্যত মানুষের বিভ্রান্ড়ি ও পাপাচার থেকে মুক্ত রাখাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। ইতিহাসের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আর্কষণ করে আল-কুরআন ধর্মীয় শিক্ষাদান প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলাম এমন একটি আলণ্ঢাহ প্রদত্ত বিধান যা মানুষের মনে ইতিহাস চেতনা ও ইতিহাসের গুরুত্ব জাগ্রত করেছে সর্বোতভাবে।[৪২] এ প্রসংগে আলণ্ঢাহ স্বয়ং বলেছেন, আল-কুরআন হচ্ছে ভবিষ্যতকালের মানুষের সতর্ক করার এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।[৪৩] সুতরাং মুসলমানদের অবস্থার প্রতি নির্দেশ করে কুরআনে অবতীর্ণ বিভিন্ন আয়াতের বিস্ড়রিত বিশেণ্ঢষণ বা তাফসীর ইতিহাসচর্চার কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়।[৪৪] এ থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআন বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে সত্যনিষ্ঠ পদ্ধতিতে ইতিহাসচর্চার অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

পরবর্তীতে কুরআনের অনুকরণে হাদিসের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ইতিহাসচর্চা শুরু হয়। আল-কুরআনে মহানবীকে (স.) সর্বোত্তম আদর্শ[৪৫] হিসেবে আখ্যায়িত করে তাঁর সকল কার্যক্রমকে অনুসরণ করার জন্য জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এজন্য ইসলামে রসূলের (স.) কার্যাবলি পঠন-পাঠনকে অপরিহার্য করা হয়েছে।[৪৬] মহানবীর (স.) জীবদ্দশায় কুরআনের বাণীর সাথে তাঁর বাণী সংমিশ্রিত হওয়ার আশংকায় হাদিস লিখে রাখার অনুমতি ছিল না।[৪৭] একারণে প্রথম দিকে মুসলমানগণ রসূলের (স.) বাণী তাঁদের স্মৃতিতে ধরে রাখলেও পরবর্তীতে সে বাণী ও তাঁর নিকট প্রেরিত ওহী লিপিবদ্ধ করেন।[৪৮] বিশেষ করে হযরত আবু বকরের (রা.) (৬৩২-৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ) আমলে কুরআন পুস্ড়কাকারে সংরক্ষিত হলে হাদিস ও ইতিহাস লেখার পথ প্রশস্ড় হয়।[৪৯] যদিও হাদিস ইতিহাস নয়, তবুও এটি মুসলিম ইতিহাসচর্চার চেতনাকে জাগ্রত করে

তুলেছিল একথা বলা কোন মতেই অতিরঞ্জিত হবে না। অতএব স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে,আরব মুসলমানদের ইতিহাসচর্চার সূচনামূলে আল-কুরআনের বিস্ড়রিত তাফসীর ও মহানবীর (স.) হাদিস পাঠন-পাঠন উলেণ্ঢখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

শরীয়তের প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগের স্বার্থে মহানবীর (স.) ইন্ড়েকালের পর হাদিসচর্চা অত্যন্ড় জরুরী হয়ে পড়ায় মক্কা, মদিনা, বসরাসহ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে হাদিস শিক্ষা ও ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের ঘরানা বা কেন্দ্র গড়ে ওঠে।[৫০] হাদিস বর্ণনাকারীদের নির্ভুলতা ও বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করার জন্য অনুসৃত হয় ইসনাদ[৫১] পদ্ধতি।[৫২] সত্য ও নির্ভরযোগ্য হাদিস যাচাই করার জন্য এই পদ্ধতিতে মুহাদ্দিস, রাবী বা বর্ণনাকারীদের সত্যনিষ্ঠা, নির্ভরশীলতা, চারিত্রিক বিশুদ্ধতা এবং পরিবেশিত তথ্যের বিশ্বস্ড়তা বিশেষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হত।[৫৩] এভাবে ইতিহাসচর্চার প্রাথমিক পর্যায়ে বস্তুনিষ্ঠতা নির্ধারণের জন্য '*আসমা আল-রিজাল*'[৫৪] বা জীবনীকোষ রচনার সূত্রপাত হয়।[৫৫] এ জীবনীকোষে বর্ণনাকারীদের ব্যক্তিগত আচার-আচরণ ও বংশীয় উৎস লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। বস্তুত ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে ইসনাদ ছিল হাদিস ও ইতিহাস পঠন-পাঠনের মূল ভিত্তি। এ সময় ইসলামের স্বার্থে হাদিস ও ইতিহাসচর্চা এক অভিন্ন বিষয় হিসেবে পরিণত হয়।[৫৬] সুতরাং ইসনাদ পদ্ধতি রসূলের (স.) হাদিসের ক্ষেত্রে ও ইতিহাসচর্চায় সমভাবে প্রয়োগ করা হয়।

হযরত 'উমরের (রা.) সময় আরব মুসলমানেরা বিভিন্ন দেশ জয় করে বিশ্ব বিজয়ীর মর্যাদা লাভ করেন। এ সময় বিজিত দেশে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। সে সকল সমস্যার নিরসনকল্পে কুরআন ও হাদিসের আলোকে মুজতাহিদরা ইজমার মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করতেন সেগুলোর সংরক্ষণ ইতিহাসচর্চার অন্ড়র্ভুক্ত হয়। এভাবে ইজমা ইসলামী যুগে ইতিহাসচর্চার পরিমন্ডল বৃদ্ধি করে। তাছাড়া পবিত্র কুরআন সংগ্রহ ও সংকলনের সময় আরবি ভাষা অত্যন্ড় ত্রুটিপূর্ণ অক্ষরে লেখা হত।[৫৭] ফলে সেটি খাঁটি আরবীয়দের পক্ষে বুঝা সম্ভব হলেও বিজিত সিরিয়া, মিসরীয় বা ইরাকি পারসিকদের কাছে সহজে বোধগম্য ছিল না। এ ভাষাকে সহজ ও বোধগম্য করার তাগিদেই সৃষ্টি হয় ভাষাতত্ত্ব ও শব্দকোষ সংকলন বিদ্যা।[৫৮] ভাষাতত্ত্বের ওপর গবেষণা করতে প্রাক-ইসলামী আরববাসী ও তাদের কুলজী বা বংশীয় বিবরণের প্রশ্ন এসে যায়।[৫৯] আর এগুলোর অনুসন্ধান ইতিহাসের গোড়াপত্তন করতে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে খলিফা হযরত উমরের (রা.) হিজরি সন প্রবর্তন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। হিজরি সন উলেণ্ঢখ করে পরবর্তীতে তারিখ ভিত্তিক ইতিহাস রচিত হয়। হিযরত পরবর্তী ইতিহাস হিজরি সন অনুযায়ী এবং হিযরত পূর্ব ইতিহাস কালের ঘটনা প্রবাহের ক্রমানুসারে অথবা বড় ঘটনাকে কেন্দ্রবিন্দু করে পূর্বের ও পরের ঘটনাবলির বিন্যাস করা হয়।[৬০] মুসলিম যোদ্ধা ও তাদের পরিবারের রেজিস্ট্রী প্রস্তুত করার মানসে হযরত 'উমর (রা.) দিওয়ান বা ভাতাভোগী তালিকা প্রতিষ্ঠা করেন যা পেনশন রেজিস্ট্রার হিসেবে খ্যাত।[৬১] এ তালিকায় যারা আগে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে তার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে অপেক্ষাকৃত পরে ইসলাম

গ্রহণকরীর চেয়ে। মহানবীর (স.) সময় বা খিলাফতের প্রথম দিকে স্বল্প সংখ্যক ইসলামে দীক্ষিতদের নাম ও প্রাধান্য স্মৃতিতে ধরে রাখা সম্ভব হলেও ইসলামের বিস্ময়কর বিজয়ের ফলে বহু সংখ্যক মুসলমানের কার মর্যাদা আগে ও কার মর্যাদা পরে হবে তা স্মৃতিশক্তিতে ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে স্বাভাবিকভাবে রেজিস্ট্রীর কার্যক্রম ও ক্ষেত্র বৃদ্ধি পায় এবং তা স্মৃতিশক্তির স্থলাভিষিক্ত হয়।[৬২] সুতরাং মুসলমানগণ বিজিত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনধারা সম্পর্ক যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তা আরব ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

প্রাথমিক পর্যায়ে দুটি বিশেষ স্রোতধারায় আরবদের ইতিহাসচর্চা শুরু হয়েছে। একটি ইসলামী বা হাদিসের ধারা এবং অপরটি গোত্রীয় বা আল-আইয়ামের ধারা।[৬৩] প্রথমটির সূত্রপাত ঘটে মদিনায় এবং অপরটি কূফা ও বসরা নগরীতে।[৬৪] মদিনা ইতিহাসচর্চা ঘরানায় মুহাদ্দিসগণ ইতিহাসচর্চা করেন এবং ইরাক কেন্দ্রিক কূফা ও বসরা ঘরানায় আখবারীগণ ইতিহাসচর্চা করেন। এ দুটি বিপরীতমুখী কেন্দ্রের মধ্যে পারস্পারিক ভাবের আদান-প্রদান হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে ইতিহাস লিখন ও পঠন-পাঠনে হাদিসের গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় ইসলামী ধারার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়।[৬৫] তখনকার দিনে হাদিস ও ইতিহাসচর্চা পরস্পরের সম্পূরক হয়ে ওঠে। উভয় প্রকারের সংগ্রাহককে সূত্রের সন্ধানে বহু দূর ভ্রমণ করতে হয়েছিল। এভাবে আরব ইতিহাস বিদ্যার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। আরবদের ইতিহাসচর্চার বিকাশ সাধনে চীনাদের কাগজ তৈরী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৬৬] খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবগণ চীনাদের নিকট হতে কাগজ তৈরীর কৌশল আয়ত্ব করার পূর্বে প্যাপিরাস, পশুর চামড়া, মৃন্ময়পত্র, উটের কাঁধের চওড়া হাড়, পাথর এবং সম্ভবত কাঠের ওপর ইতিহাসের বিভিন্ন উপাত্ত উপকরণ লিখে রাখত।[৬৭] সুতরাং কাগজ প্রচলনের ফলে আরবদের লেখাপড়ার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয় এবং ইতিহাসের উপাত্ত উপকরণ ধরে রাখা অধিকতর সহজ হয়।

এ কথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, মহানবীর (স.) জীবনী ও হাদিস সম্বন্ধীয় আলোচনা ইতিহাসের সূত্রপাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সত্যিকার বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাসচর্চা রসূলের (স.) জীবন ও কার্যাবলিকে কেন্দ্র করে লিখিত হয়।[৬৮] মহানবী (স.) ও তাঁর সহচরগণের সামরিক অভিযানসমূহ সান্ধ্য মজলিশে আলোচিত হত। হাদিসবেত্তাগণ প্রথমত হাদিস পঠন-পাঠনের মাধ্যমে মহানবীর (স.) সামরিক অভিযানসমূহের আলোচনা আরম্ভ করেন।[৬৯] এর ফলে মহানবী (স.) ও সাহাবীগণের জীবনের প্রচলিত খণ্ড খণ্ড প্রবাদ ও গল্প নিয়ে সীরাহ এবং খণ্ড খণ্ড যুদ্ধের বিবরণ নিয়ে মাগাযী নামক ইতিহাস শাস্ত্র রচিত হয়।[৭০] প্রাথমিক পর্যায়ে মহানবীর (স.) সীরাহ বা জীবনী আলোচনাকে মাগাযী বলেই অভিহিত করা হয়েছে।[৭১] অনেকে আবার শরীয়তের বিধি-বিধানের বিশেণ্ডষণে মহানবীর (স.) সীরাহ আলোচনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এভাবে মুহাদ্দিসগণের ইসনাদ পদ্ধতি ও আখবারীদের আল-আইয়ামের বর্ণনা পদ্ধতিতে ইতিহাসের পরিমণ্ডলে মাগাযী চর্চা অব্যাহত থাকে। কাজেই, মাগাযী ও সীরাহ আরব মুসলমানদের ইতিহাসচর্চার বিকাশ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রকৃত ইতিহাস লেখার সূচনা নির্দিষ্টভাবে নির্ণীত না হলেও আরবিতে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রসূলের (স.) জীবনী ও কার্যাবলি অধ্যয়নের সময় হতে শুরু হয়েছিল এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। সাহাবা কিরাম ও খুলাফা রাশিদূনের আমলে (৬৩২-৬৬১ খ্রিস্টাব্দ) আরবের বিভিন্ন স্থানে হাদিস শিক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলেও সেগুলো স্মরণশক্তি ও মুখস্ড় বিদ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।[৭২] তবে কালক্রম মহানবীর (স.) লিখিত আদেশ, নির্দেশ, নসিহত, প্রশাসনিক ফরমান, চুক্তিপত্র ও প্রদত্ত বিধানাদি এবং রাজা বাদশাহদের নিকট প্রেরিত পত্রাদির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় উমাইয়া খিলাফতের (৬৬১-৭৫০ খ্রিস্টাব্দ) প্রথম দিকে এগুলো পুস্ড়ক আকারে সংরক্ষিত হতে থাকে।[৭৩]

'উরওয়া বিন যুবাইর (মৃত্যু ৯৪ হিজরি/৭১২ খ্রিস্টাব্দ) এবং আল-যুহরীর (মৃত্যু ১২৪ হিজরি/৭৪১ খ্রিস্টাব্দ) প্রচেষ্টায় হিজরি প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে মদিনা কেন্দ্রে মুহাদ্দিস অনুসৃত ইসনাদ পদ্ধতিতে মাগাযীর লিখন ও সংরক্ষণ শুরু হয়।[৭৪] আমীর মুয়াবিয়া (৬৬১-৬৮০ খ্রিস্টাব্দ) ইয়ামান হতে উবাইদ ইব্ন শারীয়াকে রাজধানী দামিশ্ক ডেকে এনে প্রাচীনকালের যে ইতিহাস রচনা করিয়ে নিয়েছিলেন সে গ্রন্থটির নাম দেওয়া হয়েছিল *কিতাব আল-মুলুক ওয়া আখবার আল-মা'যীন*।[৭৫] সম্ভবত এটিই সর্বপ্রথম লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ।[৭৬] এভাবে লিখিত ইতিহাস সৃষ্টি হয়ে মুসলিম ইতিহাস বিদ্যার ভিত গড়ে ওঠে। কাজেই বলা যায়, মুসলমানদের ইতিহাসচর্চা ছিল পূর্ববর্তী সকল স্ড়রের ইতিহাসচর্চার চেয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানমনস্ক।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আরব ইতিহাসচর্চা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তায় বিকাশ লাভ করেছে। ইসলামপূর্ব যুগে আরব ইতিহাসচর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল লোকজ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা। ইতিহাসচর্চায় লিখিত দলিলের চেয়ে মৌখিক উৎসই ছিল প্রধান মাধ্যম। কেননা আরবরা ছিল প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন। বংশ পরম্পরায় তাদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি সংরক্ষিত হত। সাহিত্য বলতে কবিতাই ছিল মুখ্য ও ইতিহাসের সার্থক বাহন।[৭৭] সে সময় লিখন উপকরণ সহজলভ্য ছিল না, ফলে ইতিহাসচর্চায় বিজ্ঞানভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর লিখন উপকরণ সহজলভ্য হওয়ায় আরব মুসলমানদের হাতে ইতিহাসচর্চা প্রাতিষ্ঠানিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ রূপ লাভ করে। এখানে উলেণ্ডখ্য যে, আরব মুসলমানদের ইতিহাসচর্চার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি। কারণ এ যুগের ঐতিহাসিকগণ ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মুহাদ্দিস। ইতিহাসের ঘটনাবলিকে আলণ্ডাহ্র ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের বিচার বিশেণ্ডষণ করা হয়েছে। হিজরি তৃতীয় শতাব্দী আল-তাবারী পর্যন্ড় ধর্মীয় চিন্ড়াধারা তাদের ইতিহাস বর্ণনার মধ্যদিয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।[৭৮] কিন্তু পরবর্তীকালে ইতিহাসচর্চায় ধর্মীয় গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে।

ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে আরবরা ধর্মীয় উপকরণকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে। আল-কুরআন সে সময় এক অমূল্য ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে আরব মুসলমানদেরকে ইতিহাসচর্চায় পথ প্রদর্শন করেছে। রসূলের (স.) জীবনী আলোচনার ক্ষেত্রে হাদিস,

সীরাহ ও মাগাযী চর্চার ধারা ছিল প্রায় অভিন্ন। ফলে হাদিস অধ্যয়ন ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে যাচাই বাছাইয়ের নীতিমালা নির্ধারিত হয়েছিল তা ইতিহাসচর্চায় পূর্ণভাবে অনুসৃত হয়েছে।[৭৯] ইতিহাসে ধর্মীয় উপকরণের এত ব্যাপক প্রভাব আর কোন জাতির ইতিহাসচর্চায় দেখা যায় না। এটিও আরব ইতিহাসচর্চার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

ইতিহাসচর্চায় প্রশাসনিক দলিলের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। রসূলের (স.) আদেশ, উপদেশ, প্রশাসনিক ফরমান, চুক্তিপত্র ও প্রদত্ত বিধানাদি, রাজা-বাদশাহদের নিকট প্রেরিত পত্রাদি ছিল ইতিহাসচর্চার অন্যতম উপকরণ।[৮০] এভাবে প্রশাসনিক দলিলাদি কেন্দ্রিক ইতিহাসচর্চা আরব ইতিহাসচর্চার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে।

কুলজী বা বংশীয় বিবরণ সংরক্ষণ ছিল আরব আভিজাত্য প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম[৮১] এবং ইতিহাসচর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যারা প্রথম অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের বংশের শৌর্যবীর্যের বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কুলজী বিদ্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আরব ইতিহাসচর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সন তারিখ ভিত্তিক ঘটনাবলির বিন্যস্তকরণ। আল-তাবারী পর্যন্ত ঐতিহাসিকগণ তাঁদের ইতিহাসে সন, মাস ও দিনক্ষণ উলেণ্ঢখ করে ঘটনাবলির বর্ণনা দিতেন। কাজেই ইতিহাসকে সে সময় 'তারীখ' নামে অভিহিত করা হত। এখনও সে নামই প্রচলিত আছে। কিন্তু মসউদী হতে সন তারিখের ভিত্তিতে ঘটনাবলিকে না সাজিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বংশকে কেন্দ্র করে ঘটনাবলিকে বিন্যস্ত করা হতে থাকে, এটিকে বংশভিত্তিক ইতিহাস বলা হয়। মসউদী এ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন।[৮২]

আরব ইতিহাসচর্চার একটি বিজ্ঞানভিত্তিক বৈশিষ্ট্য হল বিষয়ভিত্তিক ইতিহাস রচনা যা আধুনিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। আরবরা তাদের ইতিহাসকে চরিত ইতিহাস; বংশীয় ও গোত্রীয় ইতিহাস; আঞ্চলিক ইতিহাস; বিজয় ইতিহাস; উম্মাহ্‌র ইতিহাস; বিশ্ব ইতিহাস প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন।

আরব ইতিহাসচর্চা মূলত দুটি প্রতিষ্ঠান তথা মদিনা কেন্দ্রিক ও ইরাক (কূফা ও বসরা) কেন্দ্রিক হয়ে গতি লাভ করে।[৮৩] মদিনায় হাদিসবেত্তাদের ধারা এবং ইরাকে আখবারীদের গোত্রীয় ধারা প্রাধান্য লাভ করে। মদিনা কেন্দ্রে ইসনাদ নিয়মের কঠোর পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। অপর পক্ষে ইরাকে গোত্রীয় ধারার আখবারীগণ ইসলামী সংস্কৃতির মূল্যবোধের কারণে ইসনাদ নিয়ম পুরোপুরি বর্জন করতে পারেননি এক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। এ থেকে আরব ইতিহাসচর্চার আলাদা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

আরব ইতিহাসচর্চার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল ঐতিহাসিক ঘটনার উৎস ও সনদ অনুসন্ধান যা আধুনিক ইতিহাসচর্চারও প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয়।[৮৪]

প্রাথমিককালে আরব ইতিহাস শুধু মুসলিম উম্মাহ্‌রই ইতিহাস ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক মসউদী ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল জাতির ইতিহাসের প্রতি সমান কৌতূহলী ছিলেন। ভারতীয়, চীন, গ্রিক ও রোমান প্রভৃতি জাতির ইতিহাস পাঠ করেন এবং মুসলিম

ইতিহাস ও অমুসলিম ইতিহাস উভয়টির প্রতি সমান গুরুত্বারোপ করেন।[৮৫] যার ফলে ইতিহাসের পরিমণ্ডল সম্প্রসারিত হয়।

আরব ইতিহাসচর্চা অপরাপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের মত গ্রিক বা অন্য বিদেশী জ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। তাদের ইতিহাস নিজস্ব প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যেই উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করেছে। যদিও আরবদের ইতিহাস বিদ্যার সঙ্গে গ্রিকদের ইতিহাস বিদ্যার বহু মিল লক্ষণীয়। তথাপি আরবরা কোন গ্রিক ইতিহাস পুস্তক দ্বারা প্রভাবিত হয়নি।[৮৬]

আরব ইতিহাসচর্চায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখার প্রবণতা ছিল একটি উলেণ্ঢখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রাথমিককালের ঐতিহাসিকগণ[৮৭] স্বাধীনভাবে ইতিহাস লিখতেন। কেননা তাঁরা কেউই সভাসদ বা রাজকর্মচারী ছিলেন না। পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ রাজদরবার বা রাজকার্যের সঙ্গে সংশিণ্ঢষ্ট হওয়ার ফলে কিছুটা স্বাধীনতা তাঁদের ক্ষুণ্ন হয় এবং শাসক ও দরবারের স্তুতিবাদ ইতিহাসের পরিমণ্ডলে অনুপ্রবেশ করে। তবে ঐতিহাসিক তানুখী ও ইব্‌ন মিসকাওয়াইহ প্রমুখ ব্যতিক্রম ছিলেন।[৮৮]

আরব ইতিহাসচর্চার প্রেক্ষিত বিশেণ্ঢষণ করলে দেখা যায় যে, এর সূচনাকালে মৌখিক এবং অল্পদিন পরেই লিখিত উপকরণ বস্তুনিষ্ঠ যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে ইতিহাসচর্চা শুরু হয়েছিল। সে সময়েই আরবদের ইতিহাসচর্চায় আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক উৎস ও কলা কৌশলের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাস যে একটি বিজ্ঞান তা আরবদের ইতিহাসচর্চায় প্রতিফলিত হয়েছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ ড. 'আব্দ আল-আযীয আল-দূরী, *নাশআত 'ইলম আল-তারীখ 'ইন্দা আল-আরব* (বৈরুত: আল-মাতবাআত আল-কাছুলীকিয়্যাহ, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ১৩। [পরবর্তীতে এই উৎসটি *নাশআত 'ইলম আল-তারীখ 'ইন্দা আল-আরব* হিসেবে ব্যবহৃত হবে।]

২ মহানবীর (স.) সাহাবীগণের কথা, কাজ ও অনুমোদনসমূহ হাদিসের সংজ্ঞার পরিভাষায় 'আছার' এবং সনদের পর্যায়ে 'মাওকূফ' হাদিস বলা হয়। এ জন্য তাঁদের কর্মনীতি ও পদ্ধতি সর্বোপরি তাঁদের পবিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনাকারীদের পরীক্ষা করা অপরিহার্য। বর্ণনাকারীর চরিত্র, ইসলামী জ্ঞান, বোধশক্তি, আকীদা, সুস্থ বিবেক, সত্যবাদিতা ও সৎকর্মশীলতা, রিওয়ায়েতের বিচার্য বিষয়। এছাড়াও বর্ণনাকারীদের পরস্পরা ও প্রত্যেকের জীবন চরিত তথা 'ইলম আল-রিজালের ভিত্তিতে যাচাইয়ের পর রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ইতিহাসকে ত্রুটিমুক্ত করা সম্ভব হয়। দ্রষ্টব্য- জালাল আল-দ্বীন সুয়ূতী, *তাদরীব আল-রাবী* (মিসর: মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, তা.বি.), পৃ. ৪; অধ্যাপক নাজির আহমদ ও মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস* (ঢাকা: আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ১২০।

৩ সনদ পরীক্ষার পর মূল বক্তব্য যাচাই ও পরীক্ষা করাকে হাদিস অভিজ্ঞানের পরিভাষায় দিরায়েত বলা হয়। এটি এমন এক পদ্ধতির নাম, যদ্বারা হাদিসকে ঐতিহাসিক সত্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ও সার্বজনীন করার লক্ষ্যে হাদিসের সূত্র ও বিষয়বস্তুর যৌক্তিকতা প্রমাণ করা হয়। এ

পদ্ধতি প্রয়োগ করে ইতিহাস শাস্ত্রকে সার্বজনীন ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়। দ্রষ্টব্য- ড. সুবহী আল-সালিহ, *'উলূম আল-হাদিস ওয়া* মুসতালাহুহু (বৈরুতঃ দার আল-'ইলম লি আল-মালায়িঈন, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ১০৮; মাওলানা আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৪১২ হিজরি), পৃ. ৬৫৫-৬৫; *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, পৃ. ১২২।

৪ P.K. Hitti, *History of the Arabs* (London: MacMillan & Co. Ltd., 1970), p. 30.

৫ *Ibid.*

৬ *Ibid.*

৭ *Ibid.*

৮ *Ibid.*

৯ *Ibid.*

১০ *Ibid.*

১১ *H.A.R. Gibb, Studies on the Civilization of Islam (London: Routledge and Kegan Paul Ltd., 1962), p. 108; R.A. Nicholson, A Literary History of the Arabs (Cambrige: Cambrige University Press, 1969), p. 6.*

১২ ড. একেএম ইয়াকুব আলী, *আরব জাতির ইতিহাসচর্চা* (ঢাকাঃ অনন্যা প্রকাশন, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ভূমিকাংশ ৯-১০ [এখন থেকে এই উৎসটি *আরব জাতির ইতিহাসচর্চা* হিসেবে ব্যবহৃত হবে]।

১৩ *আরব জাতির ইতিহাসচর্চা*, পৃ. ভূমিকাংশ ১০।

১৪ *নাশআত 'ইলম আল-তারীখ 'ইন্দা আল-আরব*, পৃ. ১৪।

১৫ *তদেব*, পৃ. ১৫।

১৬ *আরব জাতির ইতিহাসচর্চা*, পৃ. ৪৪।

১৭ মুহাম্মদ 'আব্দ আল-মালিক ইব্ন হিশাম, *আল-সীরাহ আল-নববিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড (মিসরঃ মাকতাবাত ওয়া মাতবা'আত মুস্ড়ফা আল-বাব আল-হালাবী ওয়া আওলাদুহু, ১৩৭৫ হিজরি), পৃ. ৪-৫; ড. মোঃ আজিজুল হক, *আলণ্ঢামা জারীর তাবারী (র.): ইতিহাসচর্চায় তাঁর অবদান* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ৫৫; *B. Lewis, Historians of the Middle East (London: Oxford University Press, 1962), p. 47.*

১৮ *আরব জাতির ইতিহাসচর্চা*, পৃ. ১০।

১৯ *History of the Arabs, p. 27.*

২০ *Ibid, p. 26*; মুলণ্ঢা মজদ আল-দ্বীন, *সীরাতে মুস্ড়ফা* (দিলণ্ঢীঃ মাকতাবা 'উসমানিয়া, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ),
পৃ. ৫৭-৫৮।

২১ *M. Saber Khan, "Medieval Arabic Historiography", Islamic Studies, Islamic Culture Board, Hyderabad, India, 1959, p. 240.*

২২ মফিজুলণ্ঢাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ* (ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ১৭৩।

২৩ হাজী খলিফা, *কাশফ আল-যুনূন*, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ দার আল-ফিকর, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ৩৫ [পরবর্তীতে এই উৎসটি *কাশফ* হিসেবে উলেণ্ঢখিত হবে]; জুরজী যায়দান, *তারীখ আদাব আল-লুগাহ আল-আরাবিয়াহ*, ১ম খণ্ড (আল-কাহিরাহঃ দার আল-হিলাল, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ৯৪; আল-তাবরিযী, *শারহ আল-হাম্মাসাহ*, ১ম খণ্ড (মিসরঃ বুলাক, ১২৯৬ হিজরি), পৃ. ৩; *A Literary History of the Arabs, p. 31; Historians of the Middle East, p. 47.*

২৪ *নাশআত 'ইলম আল-তারীখ 'ইন্দা আল-আরব*, পৃ. ১৬; *Nisar Ahmed Faruqi, Early Muslim Historiography, (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I, 1979), Pp. 42-43. [Henceforth the source may by referred to as EMH]*

২৫ *A Literary History of the Arabs, Pp. 31-32.*

২৬ আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ২০।

২৭ *নাশআত 'ইলম আল-তারীখ 'ইন্দা আল-আরব*, পৃ. ১৬।

২৮ *আল-সীরাহ আল-নববিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪।

২৯ শামসুল হক, *গ্রন্থাগারের ইতিহাস মধ্যযুগ* (ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ১০।

৩০ *Gibb, Hamilton A.R., Arabic Literature (Oxford: 1963), p. 13; EMH, p. 3.*

৩১ *S. Khuda Bukhsh, Contributions to the History of Islamic Civilization, Vol. I (Calcutta: University Press, 1959), p. 281.*

৩২ এ.বি.এম. হোসেন, "মুসলিম ইতিহাসচর্চার সূচনা" *ইতিহাস*, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২২।

৩৩ *আল-সীরাহ আল-নববিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩-৪; *আরব জাতির ইতিহাসচর্চা*, পৃ. ৪; *Studies on the Civilization of Islam, p. 109.*

৩৪ *Historians of the Middle East, p. 28; Studies on the Civilization of Islam, p. 109.*

৩৫ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া, "আরবূ-কী তারীখ নূবিশী', *আল-মা'আরিফ*, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, লাহোর, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৫৩; *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, পৃ. ১২২; *আলণ্ঢামা জারীর তাবারী (র.): ইতিহাসচর্চায় তাঁর অবদান*, পৃ. ৫৭; *Historians of the Middle East, p. Introduction.*

৩৬ শেখ লুৎফর রহমান, *আরব জাতির ইতিহাস* (ঢাকাঃ বাংলা বাজার স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ৩১; *নাশআত 'ইলম আল-তারীখ 'ইন্দা আল-আরব*, পৃ. ১৬।

৩৭ *F. Rosenthal, A History of the Muslim Historiography*, আরবি অনুবাদ, সালেহ আহমেদ, *'ইলম আল-তারীখ 'ইন্দা আল-মুসলিমীন* (বাগদাদঃ মাকতাবাত আল-মসনা, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ৩৬-৩৭। [এখন থেকে এই উৎসটি সংক্ষেপে *'ইলম আল-তারীখ* হিসেবে ব্যবহৃত হবে]; মোঃ আজিজুল হক "হিজরি তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ড় মুসলিম ইতিহাসচর্চা: প্রকৃতি ও ধারা", কলা অনুষদ, *গবেষণা পত্রিকা*, দ্বিতীয় সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬-৯৭ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২২।

৩৮ *History of the Arabs, p. 28.*

৩৯ *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ১।

[৪০] শেখ আবুল মনসুর এলাহী বখশ, "ইসলাম জগতে ইতিহাসচর্চা", *আল-এসলাম*, একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা, ১৩২৫ বাংলা, পৃ. ৬০১; *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, পৃ. ১২২।

[৪১] *'ইলম আল-তারীখ*, পৃ. ৩৯-৪০; *আরব জাতির ইতিহাসচর্চা*, পৃ. ৪৬; *আলণ্ঢামা জারীর তাবারী (র.): ইতিহাসচর্চায় তাঁর অবদান*, পৃ. ৫৭।

[৪২] *Historians of the Middle East, Introduction, p. 3.*

[৪৩] আল-কুরআন, সূরাহ আল-ইমরান, আয়াত: ১৩৮।

[৪৪] *ইতিহাস*, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৩; *Historians of the Middle East, p. 25.*

[৪৫] আল-কুরআন, সুরাহ আল-আহযাব, আয়াত ২১।

[৪৬] *আরব জাতির ইতিহাসচর্চা*, পৃ. ৪৬; *Historians of the Middle East, Pp. 24-25.*

[৪৭] *'উলূম আল-হাদিস ওয়া মুসতালাহুহু*, পৃ. ২০; মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ৮৬; *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, পৃ. ২০৭; *Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam (Pakistan: The Al-Ahmadiyyah Anguman Ishaat Islam, 1950), p. 29.*

[৪৮] মাওলানা তাকী আল-দ্বীন 'উসমানী, *দরসে তিরমিযী*, ১ম খ (দেওবন্দ: আনওয়ার বুক ট্রেডার্স, তা.বি.), পৃ. ৩৭; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *'উলূমুল হাদীছ* (রাজশাহী: সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ৫৪; *M.S. Khan, "Medieval Arabic Historiography", Islamic Studies, Islamic Research Institute, No. 3, Islamabad, 1984, p. 227.*

[৪৯] *Studies on the Civilization of Islam, p. 111; Historians of the Middle East, p. 46; আলণ্ঢামা জারীর তাবারী (র.): ইতিহাসচর্চায় তাঁর অবদান*, পৃ. ৫৮।

[৫০] ওসমান গনী, *মহানবী* (কলিকাতা: মলিণ্ঢক ব্রাদার্স, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ৫১; *আরব জাতির ইতিহাসচর্চা*, পৃ. ৪৭; *Historians of the Middle East, p. 46.*

[৫১] ইসনাদ অর্থ বর্ণনা পরম্পরা। হাদিস বা খবরের মূল মতনে (ভাষ্য) পৌছবার বর্ণনা পরম্পরা হল ইসনাদ। অর্থাৎ রসূল (স.) থেকে হাদিস বর্ণনাকারীদের ক্রমধারার নামই হল ইসনাদ। এতে গ্রন্থকার হতে আরম্ভ করে রসূল (স.) পর্যন্ড় অথবা প্রত্যক্ষদর্শী রাবী পর্যন্ড় বর্ণনাকারীদের নাম ধারাবাহিকভাবে সুবিন্যস্ড় থাকে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে হাদিস শাস্ত্রকে সংশয়মুক্ত করা সম্ভব হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে হাদিসের মত ইতিহাসও ইসনাদ পদ্ধতিতে লিখিত হত। অর্থাৎ ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণীর উৎস বর্ণনা করতে গিয়ে নিজের সমসাময়িককাল হতে আরম্ভ করে ঘটনার সময় পর্যন্ড় বর্ণনাকারীদের নাম উলেণ্ঢখ করে যেতেন। এ পদ্ধতির সাহায্যে মুল বর্ণনাকারীর হুবহু জবানীতে ঘটনা বিবৃত হত। এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে হাদিসের ন্যায় ইতিহাস শাস্ত্রকে সংশয় মুক্ত করে বস্তুনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়। দ্রষ্টব্য- জা'ফর আহমদ 'উসমানী, *মুকাদ্দামাহ 'ইলাইস সুনান*, ১ম খ (করাচী: আল-মাকতাবাআত আল-সাউদিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ২০; ইব্ন হাজর আল-আসকালানী, *নুযহাত আল-নাযার ফী তাওযীহ নুখবাত আল-ফিকর* (ঢাকা: কুতুবখানা রশীদিয়া, তা.বি.), পৃ. ৬।

[৫২] *ইতিহাস*, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৩; *Historians of the Middle East, p. 47.*

[৫৩] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খ, পৃ. ৫১২; *আরব জাতির ইতিহাসচর্চা*, পৃ. ৪৮; *আলণ্ঢামা জারীর তাবারী (র.): ইতিহাসচর্চায় তাঁর অবদান*, পৃ. ৫৯; *Studies on the Civilization of Islam, p. 111.*

[৫৪] *'আসমা আল-রিজাল'* হল হাদিস বর্ণনাকারীদের লিপিবদ্ধ জীবন চরিত গ্রন্থ। যাঁরা রসূলের (স.) বাক্য ও কর্ম বর্ণনা, লিপিবদ্ধ ও সংকলন করেছেন তাদেরকে বারী বলা হয়। মুহাদ্দিসগণ এ সকল বর্ণনাকারীর দেশে গমন করে তাদের সাথে সাক্ষাত করে প্রয়োজনীয় বিষয় অনুসন্ধান করেছেন। এ সকল প্রচেষ্টা, অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলশ্রুতিতে *'আসমা আল-রিজাল'* নামে একটি মহামূল্যবান বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে পাঁচ লক্ষ লোকের জীবনেতিহাস অবগত হওয়া যায়। দ্রষ্টব্য- শিবলী নো'মানী, *সীরাতুন নবী*, ১ম খ, সম্পাদনা মহিউদ্দীন খান (ঢাকা: প্যারাডাইস লাইব্রেরী, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ৪৩; ড. মুস্ড়াফা আস-সুবায়ী, *ইসলামী শরী'আহ ও সুন্নাহ*, অনুবাদ, এএমএম সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ৬১-৬২; মুহাম্মদ নূর ল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান* (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ১৮০।

[৫৫] *Khaliq Ahmad Nizami, On History and Historians of Medieval India (New Delhi: Munshiram Manohalal Publishers Pvt. Ltd., 1989), p. 5; ইসলামী একাডেমী পত্রিকা*, ৩য় সংখ্যা, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩২১।

[৫৬] *Islamic Studies, No. 3, 1984, p. 226.*

[৫৭] *ইতিহাস*, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২২।

[৫৮] *তদেব।*

[৫৯] *Islamic Studies, No. 3, 1984, p. 226.*

[৬০] *History of the Arabs, p. 28.*

[৬১] *আরব জাতির ইতিহাসচর্চা*, পৃ. ৪৭; *Studies on the Civilization of Islam, p. 109-110.*

[৬২] *ইতিহাস*, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৩; *আলণ্ঢামা জারীর তাবারী (র.): ইতিহাসচর্চায় তাঁর অবদান*, পৃ. ৫৮।

[৬৩] *আরব জাতির ইতিহাসচর্চা*, পৃ. ৪৭; *Islamic Studies, No. 3, 1984, p. 243.*

[৬৪] *Jagadish Narayan Sarkar, History of History-writing in Medieval India (Calcutta: Ratna Prakashan, 1977), p. 13; Historians of the Middle East, p. 46; আরব জাতির ইতিহাসচর্চা*, পৃ. ভূমিকাংশ ১৩; *আলণ্ঢামা জারীর তাবারী (র.): ইতিহাসচর্চায় তাঁর অবদান*, পৃ. ৬০।

[৬৫] *আলণ্ঢামা জারীর তাবারী (র.): ইতিহাসচর্চায় তাঁর অবদান*, পৃ. ৬০।

[৬৬] *W. Barhold, Turkistan down to the Mongol Invasion (London: Oxford University Press, Second Ed., 1928), Pp. 236-237; ইতিহাস*, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৩।

[৬৭] *আলণ্ঢামা জারীর তাবারী (র.): ইতিহাসচর্চায় তাঁর অবদান*, পৃ. ৬০।

[৬৮] মফিজুলণ্ঢাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ২০।

[৬৯] মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ, *আল-তাবাকাত আল-কুবরা*, ৫ম খণ্ড (বৈরূতঃ দার সদর, ১৩৭৬ হিজরি), পৃ. ১৫৬; *Historians of the Middle East, p. 46.*

[৭০] *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃ. ২০৪।

[৭১] কাযী আতহার, *তাদবীন সিয়ার ওয়া মাগাযী* (দেওবন্দঃ দার আল-উলুম, ১৪১০ হিজরি), পৃ. ১৬৫; *নাশআত 'ইলম আল-তারীখ 'ইন্দা* আল-আরব, পৃ. ২০-২১।

[৭২] *তদেব।*

[৭৩] ইব্ন নাদীম, *আল-ফিহ্‌রিসত* (বৈরূতঃ মাকতাবাত আল-খাইয়াত, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ৮৯; *আল-সীরাহ আল-নববিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫; *History of the Arabs, p. 244.*

[৭৪] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১২; *ইতিহাস*, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২৫।

[৭৫] *আল-সীরাহ আল-নববিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫; কাযী আতহার, *তাদবীন সিয়ার ওয়া মাগাযী* (দেওবন্দঃ শায়খ আল-হিন্দ একাডেমী, ১৪১০ হিজরি), পৃ. ১৫৯ [পরবর্তীতে এই উৎসটি *তাদবীন* হিসেবে উলেণ্ঢখিত হবে]; *History of the Arabs, p. 344.*

[৭৬] *আল-ফিহ্‌রিস্‌ত*, পৃ. ৮৯-৯০; *আল-মা'আরিফ*, ২য় সংখ্যা, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৫৫।

[৭৭] *A Literary History of the Arabs, p. 31.*

[৭৮] আবু জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর আল-তাবারী, *তারীখ আল-রসুল ওয়া আল-মুলুক*, ১ম খণ্ড (লাইডেনঃ ই.জি. ব্রিল, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ৫-৭।

[৭৯] *History of the Arabs*, p. 390; *Historians of the Middle East, p. 53.*

[৮০] *History of the Arabs, p. 344.*

[৮১] *ইতিহাস*, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ২২।

[৮২] ড. মোহাম্মদ গোলাম রসুল, *মুসলিম ইতিহাসচর্চা* (রাজশাহীঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্ড়ক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ৩৪; *History of the Arabs, p. 390.*

[৮৩] *Historians of the Middle East, p. 46.*

[৮৪] *Arabic Literature, p. 60*

[৮৫] *Dr. Md. Gholam Rasul, The Origin and Development of Muslim Historiography (Dhaka: Islamic Foundation, Bangladesh, 1984), p. 11.*

[৮৬] *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পৃ. ১৭২; *মুসলিম সভ্যতা*, পৃ. ১৭।

[৮৭] প্রাথমিককালের যে সব ঐতিহাসিকগণ স্বাধীনভাবে ইতিহাস লিখতেন তাঁরা হলেন- ইব্ন ইসহাক, ইব্ন হিশাম, বালাযুরী, তাবারী, মসউদী প্রমুখ। দ্রষ্টব্যঃ *The Origin and Development of Muslim Historiography, p. 11.*

[৮৮] *The Origin and Development of Muslim Historiography, p. 11.*